Released: 23-12-1939

Mitmat (5)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

হরি ভঞ্জ

কথা, কাহিনী ও গান : **বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত**

আলোক-চিত্র-শিল্পী : : : : **যতীন দাস**

শব্দ-যন্ত্রী : **নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ**

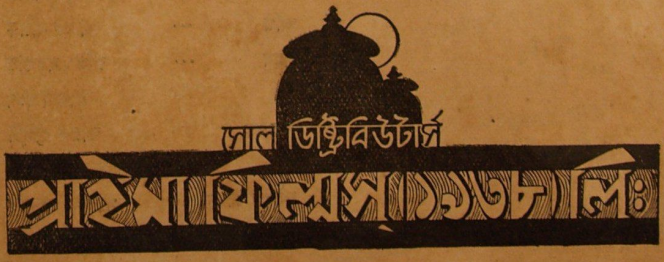

গ্রাম : রূপবাণী : ফোন : বি, বি, ১১৩ :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

ভূমিকা লিপি

লক্ষ্মী	...	রেণুকা রায়
অদিতি	...	নিভাননী
বিন্ধ্যাবলী	...	শিশুবালা
শচী	...	ছায়া
পার্ব্বতী	...	ঊষা
মন্দা	...	নীলিমা
মোহিনী	...	সাবিত্রী
বারুণী	...	পূর্ণিমা

★

বামন	...	মুকুল রায় চৌধুরী
বলি	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
প্রহ্লাদ	...	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
শুক্রাচার্য্য	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
নারদ	...	মৃণাল ঘোষ
কশ্যপ	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
ভদ্র শর্ম্মা	...	কুমার মিত্র
রুদ্র শর্ম্মা	...	সত্য মুখার্জি
অরিষ্টনেমী	...	জহর গাঙ্গুলী
নারায়ণ	...	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাদেব	...	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
অনুহ্লাদ	...	শীতল পাল
বাণ	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
রাখাল বালক	...	অজিত চট্টোপাধ্যায়
নমুচি	...	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
ব্রহ্মা	...	কালী বর্ম্মন
ইন্দ্র	...	প্রফুল্ল মুখার্জি
বৃহস্পতি	...	জ্যোৎস্না মিত্র
যম	...	ধীরেন পাত্র
বরুণ	...	পশুপতি সামন্ত
অগ্নি	...	তারক মল্লিক
পবন	...	রঞ্জিৎ সরকার
চন্দ্র	...	শ্যামনারায়ণ
বাস্তুকর	...	তারক বাগ্‌চী
রাহু	...	বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়
জনৈক দৈত্য	...	গোপাল সরকার
শ্রেষ্ঠী	...	ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়

কর্ম্মী-সঙ্ঘ

ব্যবস্থাপক	...	যমুনাধর তোদি ও অভয় চ্যাটার্জি
দৃশ্য-সজ্জা	...	কাশ্‌করু ও রামচন্দ্র পাওয়ার
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	... সুধীর ঘোষাল
সম্পাদনা	...	... অমর চট্টোপাধ্যায়
স্থির-চিত্রী	...	... ক্ষেত্রমোহন দে
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ	...	... কুলেন্দ্র চৌধুরী
রূপ-সজ্জা	...	মণি মিত্র ও ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়
নৃত্য পরিকল্পনা	...	... তারক বাগ্‌চী
চিত্রাঙ্কন-শিল্পী	...	পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র সামন্ত ও মুরারী চট্টোপাধ্যায়
আবহ-সঙ্গীত	...	রঞ্জিৎ রায় ও কুমার মিত্র

সহকারিগণ

প্রয়োগ-শিল্পী	...	কমল চ্যাটার্জি, বঙ্কিম দাস, সুধীর চক্রবর্ত্তী
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	... রাধিকাজীবন কর্ম্মকার
শব্দ-যন্ত্রী	...	হেমেন রায় ও হরেন পাল
রসায়নাগার	...	... চণ্ডীচরণ শীল
সম্পাদনা	...	... যামিনী নন্দন
স্থির-চিত্রী	...	... কৃষ্ণব্রত হালদার
রূপসজ্জা	...	শৈলেন গাঙ্গুলী ও গোষ্ঠ দাস
প্রচার-শিল্পী	...	... অজিত চট্টোপাধ্যায়

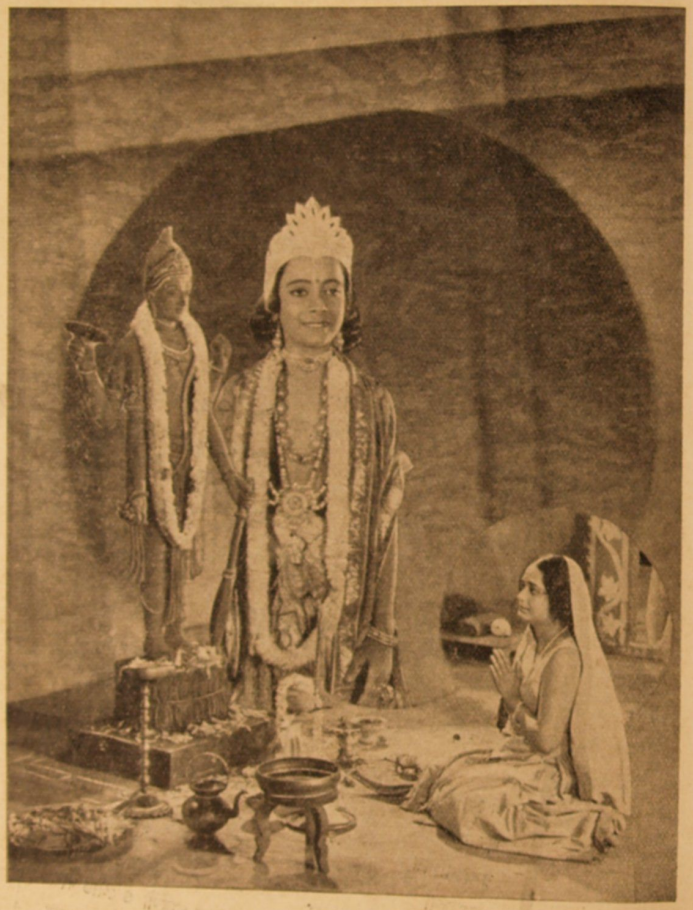

কাহিনীর চুম্বক

সমুদ্র মন্থনের পর—

সুধা বণ্টন নিয়ে যখন দেব-দৈত্যগণের মধ্যে বিবাদ বাধবার উপক্রম হ'য়েছে, তখন অন্য উপায় না দেখে নারায়ণ মোহিনীরূপে আবির্ভূত হ'য়ে সুধা বণ্টন কার্য্য নিজ হাতে তুলে নিলেন।

মোহিনীর রূপে সকলেই মুগ্ধ! তার আদেশমত বিনা দ্বিধায় দেব-দৈত্যগণ বিভিন্ন পংক্তিতে উপবিষ্ট হওয়ার পর মোহিনী দৈত্যগণকে মিথ্যা ছলনা ক'রে দেবগণকে প্রথমে সুধা পরিবেশন আরম্ভ ক'রে দিল।

নারায়ণের পরম ভক্ত, দৈত্যরাজ বলি মোহিনীরূপী নারায়ণকে চিন্‌তে পারলেন। অসুর-দেবতাকে এই অপরূপ রূপে সম্মুখে দেখে আনন্দে তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল—তিনি ধ্যানস্থ হ'লেন।

রাহু দৈত্যের মনে সন্দেহ জাগায়, সে অসুর অলক্ষ্যে দেব-গণের পংক্তিতে আসন গ্রহণ করলো এবং সুধাও পেলো।

চন্দ্র এবং সূর্য্য যখন রাহুকে চিন্‌লো তখন রাহু সুধা পান ক'রে ফেলেছে।

অন্য উপায় না দেখে নারায়ণ তাড়াতাড়ি নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে সুদর্শন দ্বারা রাহুর দেহ দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল্‌লেন।

দৈত্যগণ ছলনা বুঝতে পেরে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠ্‌লো। আবার যুদ্ধ বাধবার উপক্রম।

দৈত্যরাজ বলি তখনও ধ্যানমগ্ন।

সুযোগ বুঝে ইন্দ্র ঐ অবস্থায় বলির প্রতি বজ্র প্রহার কর্‌লেন। বলির মৃত্যু হ'ল।

দৈত্যগণ বলির মৃতদেহ রাজধানীতে নিয়ে গেল।

দেবগণও শত্রু নিপাত হ'ল ভেবে স্বর্গে ফিয়ে গিয়ে আমোদ-প্রমোদে রত হ'লেন।

রাজপুরীর এক সুপ্রশস্ত কক্ষে, সুসজ্জিত পালঙ্কে বলির মৃতদেহ রক্ষিত। রাজ মহিষী বিন্ধ্যা, যুবরাজ বাণ, মহামতি প্রহ্লাদ, সেনাপতিগণ, কুলনারীগণ প্রভৃতি সকলেই সেখানে উপস্থিত। এমন সময় দূতসহ সেখানে রাজগুরু শুক্রাচার্য্য এলেন।

শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জান্‌তেন। তিনি সেই মন্ত্রবলে বলিকে পুনর্জীবিত কর্‌লেন এবং সপ্ত-যজ্ঞ-লব্ধ ব্রহ্মতেজ অস্ত্রাদি দিয়ে তাঁকে তিন লোকের অজেয় ক'রে তুল্‌লেন।

তারপর শুক্রাচার্য্যের উৎসাহে এবং উপদেশে বলি সসৈন্যে যাত্রা কর্‌লেন, দেবগণকে, বিশেষ ক'রে ইন্দ্রকে সাজা দেবার জন্য। প্রহ্লাদ হ'লেন দৈত্যগণের সেনাপতি।

দেবতারা তখনও আমোদে মত্ত।

পবনদেব এসে সংবাদ দিলেন : দৈত্যপতি বলি অন্যায় যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে আস্‌ছে।

দেবতারা বলিকে স্বচক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে দেখেছেন। পবনের কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তারপর দেবগুরু বৃহস্পতি এসে যখন আসল অবস্থা তাদের বুঝিয়ে বল্‌লেন, তখন দেবতাদের মুখ থেকে সন্দেহের মৃদুহাসি লোপ পেলো।

অন্য উপায় না দেখে বৃহস্পতির উপদেশমত দেবগণ স্বর্গপুরী ত্যাগ ক'রে যেতে বাধ্য হ'লেন, কারণ, বলির সঙ্গে যুদ্ধে দেবগণের জয়লাভের কোনও আশাই নেই, আছে শুধু অপরিসীম লাঞ্ছনার পূর্ণ সম্ভাবনা।

দেবগণের স্বর্গত্যাগের অল্পকাল পরেই, বলি জয়োল্লাসে স্বর্গধামে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লেন; পুরী জনশূন্য।

সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রেও ইন্দ্রাদি দেবগণের কোনও সন্ধান না পেয়ে দৈত্যগণ তখন কি কর্‌বে ইতস্ততঃ কর্‌ছে, তখন হঠাৎ অদূর হ'তে শঙ্খধ্বনি ভেসে এলো।

শব্দ লক্ষ্য ক'রে বলি এগিয়ে চ'ল্‌লেন।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে স্বর্গপুরীতে প্রতিষ্ঠা ক'রে নিত্য পূজা কর্‌তেন। ইন্দ্র স্বর্গ ত্যাগ ক'রে যাওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীর পূজা বন্ধ হয়নি। কয়েকটি দেবকন্যা স্বেচ্ছায় লক্ষ্মীর দাসীত্ব বরণ ক'রে নিয়ে যথাপূর্ব্ব পূজা চালিয়ে আস্‌ছিল।

বলি লক্ষ্মীকে প্রণাম ক'রে, বিজেতার অধিকারে, ভক্তির লৌহ প্রাচীর গাঁথা কারাগারে শ্রদ্ধার শৃঙ্খলে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখবার জন্য দৈত্যপুরীতে নিয়ে যেতে চাইলেন।

লক্ষ্মী আপত্তি জানালেন, নারায়ণ ভয় দেখালেন। বলি কারু কথা শুন্‌লেন না— লক্ষ্মীকে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় নারায়ণকে ব'লে গেলেন : তুমি যদি আমার কাছে ভিক্ষার্থী হ'য়ে ভিক্ষা চাও, তা' হ'লেই লক্ষ্মীকে ফেরৎ দেবো, প্রভু, নচেৎ নয়!

নারায়ণ, 'বেশ তাই হবে' ব'লে মৃদু হাস্‌লেন।

তারপর—

দেবমাতা অদিতির কাছে এসে দেবতাগণ তাদের দুঃখ নিবেদন করলো।

শত্রুগণ দেবতাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অপহরণ ক'রে, তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে জেনে অদিতির অন্তর দুঃখে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো। পুত্রদের

মঙ্গলের জন্য অদিতি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণবেত্তা নারায়ণের যথোচিত পূজার জন্য পয়োব্রত আরম্ভ করলেন।

নারায়ণের অর্চ্চনা ব্যর্থ হবার কথা নয়—হ'লও না : শ্রদ্ধানুরূপে ফল ফল্‌লো। পরম পুরুষস্বকীয় যোগময় দেহ ধারণ ক'রে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ কর্‌লেন।

অব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অদ্ভুত। তিনি যে দীপ্তি, ভূষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশমান শরীর ধারণ ক'রেছিলেন, দেখ্‌তে দেখতে নটের ন্যায় সেই শরীর দ্বারাই বামন ব্রাহ্মণকুমারের রূপ গ্রহণ করলেন।

মহর্ষি কশ্যপ আনন্দিত চিত্তে বামনের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করালেন। উপনয়নকালে সূর্য্য স্বয়ং গায়ত্রী পাঠ করলেন; বৃহস্পতি ব্রহ্মসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা দান করলেন। পৃথিবী অক্ষয় জগতপতিকে কৃষ্ণসারচর্ম্ম, বনস্পতিরা দন্ড, মাতা কৌপিন বসন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা অর্পণ করলেন। এবং তারপর যক্ষরাজ দিলে ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা উমা ভিক্ষা দান করলেন।

এমনি ক'রে বামন হ'য়ে পড়লো পুরোপুরি দণ্ডকমণ্ডলুধারী ভিখারী ব্রহ্মচারী।

তা'ত হ'ল, কিন্তু কিছু ধন যে চাই গুরু বৃহস্পতিকে দক্ষিণা দেবার জন্য।

নারদ উপদেশ দিলেন : দানব্রতে ব্রতী দৈত্যরাজ বলির কাছে গিয়ে ধন প্রার্থনা করতে।

জননী অদিতিকে কাঁদিয়ে বামন তাই চল্‌লেন বলিরাজার কাছে ধন প্রার্থনা করতে।

দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরে এসেছে।

যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত। পূর্ণাহুতির সঙ্গে-সঙ্গেই দানব্রত শেষ হবে।

গুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশে ঋত্বিকগণ পূর্ণাহুতির মন্ত্র উচ্চারণ করতে উদ্যত, এমন সময় বামনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্।

সেই কণ্ঠস্বর শুনে বলি এবং তাঁর রাণী বিন্ধ্যা অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের মনে হ'ল এই ভিখারীকে ভিক্ষা দেবার জন্যই যেন তাঁদের এই বিরাট দানব্রত।—এর তৃপ্তির জন্যই যেন তাঁদের যজ্ঞ, এঁরই অভাব মোচনের জন্য যেন তাঁদের ধন, সম্পদ, ইহকাল, পরকাল—যা কিছু সব।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বামনরূপী নারায়ণকে চিন্‌তে পেরেছিলেন—দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন বলির ভবিষ্যৎ। তাই বামনকে ভিক্ষা দেওয়ায় বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

বলি ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বামনকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে ব্রাহ্মণকুমার! ভূমি, স্বর্ণ,

রম্য বাসস্থান, মিষ্টান্ন, ব্রাহ্মণতনয়া, সমৃদ্ধগ্রাম, অশ্ব, গজ বা রথ যা' আপনার ইচ্ছা তাই গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করুন।

বলির প্রশ্নের উত্তরে বামন বল্‌লেন : গুরু দক্ষিণার জন্য আমি তোমার কাছে আমার পদের ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি মাত্র ভিক্ষা চাইছি। তোমার কাছে আমার আর অন্য কোনও প্রার্থনা নেই।

বামনের প্রার্থনা শুনে রাজা এবং রাণীর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এতটুকু ছেলে, তায় আবার বামন—তার পদের ত্রিপাদভূমি কতটুকুই বা হবে! তাই তারা বামনকে আরও বেশী কিছু প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করলেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বামনের অভিলাষ নাই—ত্রিপাদমাত্র ভূমিই তাঁহার প্রার্থনা!

বলি তৃপ্তির হাসি হেসে বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লেন : দান বাক্য উচ্চারণ করার জন্য ভৃঙ্গার হতে জল নিতে গেলেন।

শুক্রাচার্য্য দেখলেন : সর্ব্বনাশ উপস্থিত? অন্য উপায় না দেখে তিনি পরমপ্রিয় শিষ্য বলির মঙ্গলার্থে, দান বন্ধ করার জন্য মায়াবলে ভৃঙ্গারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নলের মুখ বন্ধ ক'রে দিলেন।

ভৃঙ্গার থেকে জল বেরুচ্ছে না দেখে বলি আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বামনের দিকে চাইলেন।

বামনরূপী নারায়ণ শুক্রাচার্য্যের ছলনা বুঝলেন। বুঝে একটি কুশের মধ্যে বজ্রের শক্তি প্রবিষ্ট করিয়ে তা' বলির হাতে তুলে দিলেন।—ভৃঙ্গারের নলের মুখ খোলার জন্য।

সেই কুশের আঘাতে শুক্রাচার্য্যের একটি চোখ কাণা হ'য়ে গেল।

আর ভৃঙ্গার হ'তে জল নিঃসৃত হ'তে লাগল।

বলি দানমন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বামনরূপী নারায়ণ বিরাট মূর্ত্তি ধারণ ক'রে এক পদে পৃথিবী এবং অন্য পদে স্বর্গ অবরোধ করলেন। তারপর, তাঁর নাভিমূল হ'তে তৃতীয় পদ নির্গত হ'ল। বামন বলির কাছে তৃতীয় পদ রাখবার স্থান চাইলেন।

বলি সংসার অন্ধকার দেখলেন : তিনি সত্যভ্রংশ হ'তে চ'লেছেন। জীবনের বিনিময়েও যদি তিনি সত্য রক্ষা করতে পারতেন।

রাণী বিন্ধ্যা উপস্থিত বুদ্ধিবলে সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনি বলিকে মাথা পেতে তৃতীয় পদের স্থান ক'রে দেবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

বলি মাথা পেতে দিলেন--বামন তাতে তৃতীয় পদ স্থাপন করলেন।

ভক্ত এবং ভগবানের মিলন হ'ল।

সঙ্গীতাংশ

বারুণী : **শ্রীমতী পূর্ণিমা**

ঘুম-সায়রে লাগ্‌'ল মাতন এল জাগন রে।
রূপের কমল উঠ্‌'ল ফুটে রসে মগন রে!
বাজিয়ে বাঁশী মনের বনে
এসেছি আজ সঙ্গোপনে—
মধুর হবে পুলক-ধারায় শুভ লগন রে।

সুর : **অনাথ বসু**

বারুণী : **শ্রীমতী পূর্ণিমা**

আমার ফুলের বনে
এস এস পরাণ প্রিয়, দখিন হাওয়ার সনে।
(সেথা) গুঞ্জরিয়া নিতুই আসে
গন্ধ-পাগল অলি,
শাখে-শাখে পাখীর মেলা কল-কাকলি
আমি ভুলের খেলা, সারা বেলা,
একলা খেলি আপন মনে।

সুর : **বীরেন ভট্টাচার্য্য**

নারদ : **শ্রীমৃণাল ঘোষ**

মম মন্দিরে তোমারই আরতি জাগে—
বন্দন ওঠে দিশি-দিশি মূর্ত্ত দীপক রাগে।
সুর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
আমি গেয়ে ফিরি তোমারি মহিমা
দিবস যামিনী তুমি জাগো প্রভু
আমার আঁখি আগে।

সুর : **বীরেন ভট্টাচার্য্য**

বামন : **মুকুল রায় চৌধুরী**

তুমি আমার জননী !
তোমার আদেশ নিলেম মাথায়, জীবন দায়িনী
লয়ে জনম তোমার কোলে
ডাক্‌বো তোমায় 'মা-মা' ব'লে
(যবে) বারে-বারে অবতারে আসবো গো মা এই ধরনী
দেবের দুঃখ ঘুচাইতে, ব্যথার জ্বালা মুছাইতে
হব এবার বামন গো মা
কর'ব সফল তোমার বাণী।

সুর : **হরেন নন্দী**

নন্দা : **শ্রীমতী নীলিমা**

মাথার মণি রূপের রাজা আমার দাদা ভাই
চাঁদের কিরণ অঙ্গে ঢালা
জগত মাঝে তুলনা নাই।
সৃষ্টি মাঝে নিষ্টি এমন
আপনহারার চির আপন
কত কালের চিন পরিচয়
(তাই) পায়ের ধূলোয় মিলাতে চাই।

সুর : **অনাথ বসু**

নারদ : **শ্রীমৃণাল ঘোষ**

ওরে জগত বাসি ! দেখ্‌রে আসি
কে এল আজ তোর দুয়ারে।—
(সে যে) সবার বড়, সবার ছোট
আপন বিলায় যে চায় তারে
জ্যোতির তনু রূপের ছটায়
লুকিয়েছে সে মেঘের ঘটায়
রাজ অধিরাজ ভিখারী আজ ব্যাকুল তোদের ব্যথার ভারে।

সুর : **বীরেন ভট্টাচার্য্য**

বামন : **মুকুল রায় চৌধুরী**

তুমি আমার জননী !
(আমি) লব জনম রঘুকুলে
তুমি লবে কোলে তুলে
কৌশল্যা মা হবে আমার রাজার ঘরণী।—
(যবে) হব কৃষ্ণ গোকুল পুরে
ধরার দুঃখ যাবে দূরে
যশোদা মা তুমি আমার খাইয়ে দেবে ক্ষীর নবনী।
(হব) শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে
একাধারে যুগল রূপে
তুমি হবে শচীমাতা জনম দুঃখিণী।

সুর : **অনাথ বসু**

বামন : **মুকুল রায় চৌধুরী**

আমি ভিখারী ! আমি ভিখারী !!
এসিছি তোমার দুয়ারে, দেহ কিছু করুণাবারি।
আমি উপবাসী দিবা-নিশি
তুমি হে রাজার রাজা—

সুর : **অনাথ বসু**

বামন : **মুকুল রায় চৌধুরী**

মা ! মা !! মা !!!
কৈ মা ! কোথা মা ! কোলে নাও মা।
আমার সকল তীর্থ তোমার কোলে,
বাণীর বীণা তোমার বোলে,
আমি তোমার নয়নমণি কেন বোঝ না।

সুর : **হরেন নন্দী**

মন্দা : **শ্রীমতী নীলিমা**

কি হেরিনু নবীন ব্রহ্মচারী !
সকল দেবতা, রাজ অধিরাজ লুটায় চরণে তারি।
নব উপবীত নবীন মেখলা
দণ্ড কমণ্ডলু জ্যোতি উজলা
সুজলা সুফলা ধরণী সঁপিছে কুসুম অর্ঘ-বারি
পাখী গাহিছে বন্দনা গীতি,
শাখী ধ'রেছে ছায়া
পরাণে পরাণে পেতেছে আসন
এ কিরে মোহন মায়া
সবার দুঃখ মোচন ক'রেছে সকল ব্যথাহারী।

সুর : **বীরেন ভট্টাচার্য্য**

মন্দা : **শ্রীমতী নীলিমা**

নিদয় হ'য়ে কাঁদায়ে আমারে যেওনা
আমার মরম ছিঁড়িয়া পরাণ কাড়িয়া নিওনা
জনক-জননী, ভাই-বোন আর
তুমি বিনা বল কে আছে আমার ?
(আমার) ভজন-পূজন্ সকলি তোমার
(তুমি) অকূলে ভাসায়ে দিওনা।

সুর : **অনাথ বসু**

নারদ : **শ্রীমৃণাল ঘোষ**

বুঝি ভক্ত তোমায় ডাক দিয়েছে সঙ্গোপনে।
তাই রাজ অধিরাজ, প'রেছো ভিখারী সাজ
চ'লেছো আপন মনে।
কোথা হ'তে আস কোথা যাও নিতিই নূতন কাজে
সোনার দেউল অবহেলে নাথ ফের তুমি পথ মাঝে
নৃপতিরে দাও ভিক্ষাপাত্র মুকুট হীনজনে
শুভ্র বলাকা কেঁদে মরে কালো পিক্ মোহে কূজনে।

সুর : **মৃণাল ঘোষ**

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর প্রচার-সচিব শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA